

চিকিৎসা সেবায় রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কতটুকু জেনেছি? তিনি কি শুধু একজন কবি, সাহিত্যিক, সঙ্গীতজ্ঞ নাকি আরও কিছু? শিল্প-সাহিত্যের কোনখানে নেই তিনি? কিন্তু এর বাইরে তিনি কি একজন সফল পট্টী সংগঠক ছিলেন না? সৈয়দ শামসুল হক যথার্থই বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথকে যে পরিচয়েই উপস্থাপন করা যোক না কেন তাই হবে ঋণিত পরিচয়। শিলাইদহ, পতিসর ও শাহজাদপুরের বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য 'দাতব্য হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা তিনি যথেষ্ট মনে করেননি, স্বয়ং ডাক্তার হিসেবে চিকিৎসা সেবাও করেছেন যা অনেকের কাছেই অজানা।

কবিত্ব রবীন্দ্রনাথ হোমিওপ্যাথিক ও লৌকিক চিকিৎসার অভ্যুদ্যোগী ছিলেন এবং এ বিষয়ে কিছুটা হলও পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কথাসিদ্ধী প্রমথনাথ বিনী লিখেছেন :

'রবীন্দ্রনাথের চিকিৎসার ব্যতিক ছিল এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁর দক্ষতাও ছিল।' শুধু তাই নয়, তিনি লৌকিক চিকিৎসার অন্তর্গত মুষ্টিমেয় ও আঙ্গুরিক চিকিৎসা বিষয়েও সমান দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুর ও শান্তিনিকেতনে রোগীদের চিকিৎসা করেন। তিনি যে কেবল রোগীদের সামনে বসিয়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নিজে দেখে-ভনে চিকিৎসা করতেন তা নয়, অনেকক্ষেত্রে তিনি দূরের রোগীদের অবস্থা অন্যের মুখে শুনে ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন। তাতেও তাঁর হত্ব ছিল না। তিনি বারবার লোক মারফত রোগীর খোঁজ-খবর নিতেন। রোগী আরোগ্য লাভ করেছে বা রোগী হত্বিতে আছে—এ সংবাদ পেলেই কেবল শান্ত হতেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ডাক্তার পদ্মপতি ভট্টাচার্য বলেনঃ 'রবীন্দ্রনাথের ডাক্তারী জ্ঞানার কথাটা কিন্তু নিতান্ত বাস্তব কথা নয়। তাঁর ঘরে দেখলাম হোমিওপ্যাথির কয়েকটা মোটা মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম অনেক রোগী তাঁর দরজায় এসে জড়ো হয় ওষুধ নিতে। একদিন দেখলাম আশ্রমের একটি ছেলের ইরিসিপেলাস হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে ওষুধ দিচ্ছেন।'..... কয়েকদিন বাদে দেখলাম, ছেলোটো সেরেই গেল। একদিন আমারও হল অসুখ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'এবার ডাক্তারের ওপর ডাক্তারী করতে হবে। তুমি আমার ওষুধ খেয়ে দেখ, নিচয়ই সেরে যাবে।' বিশ্বাস করে তারই ওষুধ খেলাম এবং তারপর আমার অসুখও সেরে গেল। হোমিওপ্যাথি এবং বাইকেমিক ওষুধের দ্বারা তিনি চিকিৎসা করতেন, কিন্তু তাঁর নিজের ওষুধ নির্বাচনের প্রতি খুব আস্থা ছিল। আবার যখন দেখতেন ওষুধে ফল হয়েছে তখন সেকি তাঁর আনন্দ! তঁর নিজাই বস লিখেছেনঃ 'হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক' তাঁর প্রচলিত আস্থা ছিল এবং তিনি নিজে চিকিৎসক হিসেবে

শান্তিনিকেতনে আশ্রমবাসীদের মধ্যে ওই ওষুধের প্রয়োগ চালু করেছিলেন। গরীব মানুষদের মধ্যে হোমিওপ্যাথি চালু করার একটি অতিরিক্ত কারণও ছিল—এর দাম অত্যন্ত সস্তা। কি শিলাইদহ, কি পতিসর বা শান্তিনিকেতনে সর্বত্রই চিকিৎসক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিনে পয়সায় ওষুধ দিতেন। ওষুধের উপকার হয়েছে তুলে খুব খুশী হতেন। হোমিওপ্যাথির জন্য তাঁর অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, মুনালিনীর চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি অনেকের পরামর্শ অমাহ্য করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কোন ব্যত্যয় ঘটাননি। শান্তিনিকেতনে যেদিন অভিনয় বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান থাকত সেদিন চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথের ঘরে ভিড় জমে যেত।

নূরুজ্জামান মানিক

একবার কবির কাছে শান্তিনিকেতনে জাপানী মেয়ে এসেছিলেন চিকিৎসার জন্য ১৯১৬ সালে। তাঁর নাম হারাসান। তিনি প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। যখন তৃতীয়বার জ্বরে পড়লেন কবি তখন ওর হোমিও চিকিৎসা করেন। তাতে তিনি চমৎকার সেরে ওঠেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার যেখানে সীমাবদ্ধতা, সেখানে কবিত্ব লৌকিক চিকিৎসার আশ্রয় নেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে পরিবারে এবং নিজে হোমিও চিকিৎসার পক্ষপাতি ছিলেন। এর প্রধান কারণ

হোমিও চিকিৎসা শুধু সহজলভ্য ও সস্তা বলেই নয়, রোগের লক্ষণ অনুযায়ী যথার্থ ওষুধ সিলেকশন করতে পারাটাই এ চিকিৎসার বাহাদুরী। এর ফলে কঠিন অথচ জটিল রোগও সহজে সারানো সম্ভব হয়। তাই স্বীকার করতেই হয়, হোমিও চিকিৎসায় রোগ সারানোর ক্ষমতা অসাধারণ বলেই রবীন্দ্রনাথ এদিকে ঝুঁকিয়েছিলেন।



রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ, পতিসর, শাহজাদপুর প্রভৃতি স্থানে যতদিন ছিলেন ততদিন সেখানকার সাধারণ প্রজাদের জন্য এই চিকিৎসা সুলভ করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসেও তিনি হোমিও চিকিৎসা বন্ধ করেননি। এর চর্চা ও অনুশীলন সমগ্ররামেই অব্যাহত ছিল। প্রমথনাথ বিনী শ্রুতিপাঠে জানা যায়, শান্তিনিকেতনেও রবীন্দ্রনাথ রোগী বুজে বেড়াতেন। আশ্রমের কারও অসুখ-বিসুখ হলে রোগ ও রোগীর লক্ষণানুযায়ী ওষুধ পাঠিয়ে দিতেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের 'পঙ্কতি পাতন' নামে একটি ওষুধের ওপর প্রবল ঝোঁক ছিল। এটিকে তিনি 'সর্ব রোগ হর' মনে করতেন। ফলে শান্তিনিকেতনে প্রত্যেক বালক-বালিকাকে সকালে জলযোগের পূর্বেই তা সেবন বাধ্যতামূলক করেছিলেন। মোটকথা, অশ্রুত হলেও বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ ডাক্তার ছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত কবি ও নাট্যকার শেখরিয়্যার (১৫৬৪-১৬১৬) এর মতই মানব কল্যাণে, আত্ম-নিঃস্বার্থ মানবতার সেবায় নিজেকে তিনি উৎসর্গ করেন।